ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ☐ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ☐ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নংঃ F.7(1)-SWC/PC/Dth/SL-299/10/________ তারিখঃ

পেস রিলিজ

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

সংবাদপত্রে প্রকাশিত গ্রাম্য বিচারে মহিলাকে পিটিয়ে খুন এই সংবাদ কমিশনের নজরে এলে এর তদন্তে রাজ্য মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল মেলাঘরের দশরথবাড়ী এ ডি সি ভিলেজের কলাক্ষেত গ্রামে ২৫-১০-২০১০ তারিখে যায়। উক্ত গ্রামের রফিক মিঞার ১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী গৃহবধূ পারভিন আক্তারের উপর দৈহিক নির্যাতন এবং তার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে পারভিনের মা মাজেদা বিবির (স্বামী ফরিদ মিঞা) সঙ্গে দেখা করে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। আত্মীয় স্বজন ও কয়েকজন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা করে। উল্লেখিত সকলের বিবরন অনুযায়ী জানা যায় যে ঘটনা ঘটে ৪-৯-১০ তারিখে। মৃতা পারভিনের বিবাহ হয় তিন বৎসর পূর্বে কলাক্ষেত গ্রামের শাহ আলমের ছেলে রফিক মিঞার সাথে। পারভিন একটি দেড় বছর বয়সের শিশুসন্তানের জননী। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই সুন্দরী পারভিনকে সন্দেহ করে প্রায়ই তার স্বামী মারধোর করত। মেয়ে পারভিন তার মাকে স্বামীর নির্যাতনের কথা জানিয়েছিল। ঘটনার ১৫ দিন আগে মা এই বিষয়ে মেয়ের জামাইকে ভুল বুঝাবুঝি করে মারধোর না করতে বলে যান। কিন্তু রফিক নানারকম অজুহাত দেখিয়ে পারভিনকে চরিত্রহীনা অপবাদ দিয়ে মারধোর করা থেকে বিরত হয়নি। গত ৪-৯-২০১০ গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে তার ঘরে বিচারসভা বসায়। সেই সভায় রফিক এবং মুরব্বী শাহ আলম পারভিনকে নির্মমভাবে মারধোর করে। প্রাণভিক্ষা চাইলেও তাকে রেহাই দেয়া হয় নাই। প্রচন্ড মারধোরের ফলে পারভিনের অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয় নাই। পরদিন পারভিনের মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে পাড়ায় জানানো হয় যে সে বিষ খেয়েছে। ৫-৯-১০ তারিখে তাকে মেলাঘর হাসপাতালে পাঠানো হয়। মেলাঘর হাসপাতাল পারভিনকে জিবিতে রেফার করে। ৬-৯-১০ রাতে জিবিপি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মৃতার মা মাজেদা বিবি নির্যাতনের ফলে মেয়ের মৃত্যুর সুবিচার চেয়ে ২৩-৯-১০ তারিখে পুলিশে অভিযোগ জানায়। পুলিশ পারভিনের স্বামী রফিক মিঞা এবং শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যারা তাদের কাছ থেকে বিবরণ আনতে কমিশন প্রচেষ্টা নেয়। কিন্তু তারা লিখিত জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করে এবং বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে সরে পড়ে।। এমনকি বাড়ী গিয়েও তাদের দেখা পাওয়া যায় নাই। পারভিনের স্বামীর বাড়ীর বক্তব্য পারভিনের চরিত্র খারাপ। প্রতিবেশী জুলফু নামে একটি যুবক তাদের বাড়ীতে আসত এবং কথা বলত বলে পারভিনকে তারা সন্দেহ করত। কিন্তু তেমন কোন জোড়ালো প্রমাণ তারা দেখাতে পারে নাই। তারাও স্বীকার করেছে যে সভায় শাহ আলম এবং রফিক মিঞা পারভিনকে প্রচন্ড মারধোর করেছে।

একটি মেয়েকে চরিত্রহীনা অভিযোগ এনে এবং সন্দেহের বশীভূত হয়ে কোন প্রমাণ ছাড়াই এ ধরণের বিচার করার কোন অধিকার কারোর নেই এই কথা সকলের জানা উচিত। চরিত্রহীনা মহিলার বিচার এইভাবে করা যায় না।

ক্রঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ

অনেক সময় দেখা যায় যে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা পরিবারের তাদের বধূ নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে চরিত্রহীনা বিষয়টি এনে থাকে এবং এই অজুহাতে তাকে পরিবার থেকে বার করে দেয়ার ফন্দী আঁটে। গৃহবধূটির পিতামাতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকলে পণের দাবীকে প্রকাশ্যে না এনে বিভিন্ন অজুহাতে শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। কমিশনের ধারণা পারভিন আক্তারের ক্ষেত্রেও এমন কিছু থাকতে পারে। কারণ পারভিনের মা মাজেদা বিবি স্বামীর অত্যাচারে বাড়ী ছাড়া হয়ে বাবার বাড়ীতে আছে। মেয়েকে দেখার মত ক্ষমতা তার নাই।

গ্রামবাসীদের এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন তা না হলে এই সমস্ত ঘটনাকে রোধ করা যাবেনা। এই সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রামবসীর অগ্রণী ভূমিকা নেয়া দরকার। কলাক্ষেতে ঘটনার তদন্তে গিয়ে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে কমিশন মর্মাহত। ঘটনাটি জেনেও অনেকে ঘটনার সাক্ষী হতে চাননি।

কমিশন থানার তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে কথা বলে এই ঘটনার আইনী বিষয়গুলির অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করে এবং এর নিরপেক্ষ তদন্তের অনুরোধ রাখে।

মেম্বার সেক্রেটারী
ত্রিপুরা মহিলা কমিশন